তারিখ ... 23 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

শিক্ষকের বেতনের লাভ সিন্ডিকেটের পকেটে

এম এইচ রবিন ●

পরের ধনে পোদ্দারি করতে গিয়ে ফেঁসে যাচ্ছে শিক্ষা প্রশাসন ও রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংকের একটি সিন্ডিকেট। বিভিন্ন কারণে ব্যাংকে আটকে যাওয়া বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের প্রায় ৬১৪ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা না দিয়ে তার লভ্যাংশ নিজেদের পকেটে ঢুকিয়েছেন তারা। এ ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) দুই মাস ধরে চিঠি চালাচালি হচ্ছে।

জানা গেছে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরাধীন (মাউশি) সারাদেশের এমপিওভুক্ত পাঁচ লাখ বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশের (এমপিও) টাকা বণ্টন করা হয় অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এবং জনতা ও সোনালী ব্যাংকের স্থানীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে। নানা কারণে সময়মতো শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন উঠাতে না পারলে টাকাগুলো ব্যাংকেই আটকে থাকে। ওই অর্থবছরের মধ্যে কোনো কারণে বেতন না তুলতে পারলে টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে চলে যাওয়ার কথা। এটা নিশ্চিত করতে প্রতিবছর রাষ্ট্রীয় ওই চার ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়। ওই টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয় কিনা তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নেয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ; কিন্তু এমপিওর প্রায় ৬১৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয়নি বলে সম্প্রতি জানতে পেরেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এটিকে ভয়াবহ ক্রাইম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি জরুরি ভিত্তিতে ওই টাকা সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও অনিয়মের কারণ ব্যাখ্যাসহ অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে রিপোর্ট দিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে (মাউশি) নির্দেশনা এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৭

শিক্ষকের বেতনের লাভ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) দিয়েছেন। একই সঙ্গে কোন ব্যাংকে কত টাকা পড়ে আছে এবং [redacted] কর্মদিবস সময় দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

এ প্রসঙ্গে মাউশির মহাপরিচালক (ফিন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন চৌধুরী বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠি পাওয়ার পর এই টাকার খোঁজ নিতে মাউশির পরিচালকের (কলেজ ও প্রশাসন) কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। গত ১২ এপ্রিল পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকে মাউশির এমপিও খাতে অব্যায়িত ৬১৩ কোটি ৯৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে পূর্বের ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও এই অনিয়মের কারণ ব্যাখ্যাসহ উভয় মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট দিতে হবে। এ বিষয়ে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, উল্লিখিত অর্থ অটোমেটিক সরকারি কোষাগারে চলে যাওয়ার কথা। এটা নিশ্চিত করতে প্রতিবছর রাষ্ট্রীয় চারটি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয় এবং মাউশির সভা হয়। টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয় কিনা তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ব্যাংক কর্তৃপক্ষের।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর